Ujagar- Prabandho – Others – Kabitar Dhusar Mukh – Tarun Mukhapadhyay

উজাগর - কবিতার ধূসর মুখ - তরুণ মুখোপাধ্যায়

এ এক আশ্চর্য সমাপতন। দুই দশক, দুই কবি - তবু বর্ণচেতনায় অভিন্নমানস। একজনের জন্ম ১৮৯৯; অন্যজনের জন্ম ১৯১৬। বিশশতকের তিরিশ ও চল্লিশ দশকের দুই কবি - জীবনানন্দ দাশ ও সমর সেন। প্রথমজন রূপসী বাংলার মুখ ভালোবেসে পৃথিবীর রূপবা নগরকে প্রত্যাখ্যান করতে চান। অন্যজন ইট-কাঠ-কংক্রিটের নগর বা শহরকে ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। যদিও নাগরিকতায়কারোর অনুরাগ নেই। একজন দেখেন 'বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা' কিংবা 'নরকের মতন শহর'। অন্যজন দেখতে পান লম্পটের পদধ্বনিতে ভরা 'ধূসর শহর'। প্রাক্ - স্বাধীনতা পর্বে দু-জনের জন্ম, দু-জনেই দেখেছেন ইংরেজ শাসনের পীড়নের রূপ। স্বাধীনতার জন্য আবেশ; মহাত্মাজির আন্দোলন; দুটি বিশ্বযুদ্ধের মর্মাঘাত; ছেচল্লিশের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা। সংগতভাবেই বেঁচে থাকা কারো কাছে সুখকর মনে হয়নি। গভীর অন্ধকারের ঘুমে ডুবতে চেয়েছেন জীবনানন্দ। 'আমাকে কেন জাগাতে চাও'? প্রশ্ন করেছেন। আর সমর সেন হাহাকার করেছেন এই বলে 'আমাদের বসন্তগান ভেসে যাবে রক্তস্রোতে।'। প্রার্থনা করেন - /সেইদিন লুপ্ত হোক যেদিন মানুষ পৃথিবীতে আসে।''

এই মরবিডিটির উৎস যে দেশ - কাল - পরিবেশ বোঝা যায়। ফলে, তাঁদের কবিতায় রং-এর প্রাচুর্য ঘটে না। যদি বা নানা রং আসে, তবু তার শেষ পরিণতি ঘটে ধূসরতায়। নিহিত তাৎপর্যে বলা যায় দুই কবির কবিতা সত্যিই /ধূসর পাণ্ডুলিপি।* জীবনানন্দ আঘাত - সংঘাত - বিবাদ - বিসংবাদে ক্লান্ত হয়ে মৃত্যুকে আশ্রয় ভাবেন। সমর সেন মুখ ফিরিয়ে নেন যাপিত জীবন থেকে। ব্যঙ্গবিদ্রূপে মুখর হন। অবশেষে কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। নিজেকে প্রশ্ন করেন, /কোন ঘাটে তরী ভিড়াই*? আত্মবিদ্রূপে*? আত্মবিদ্রূপে বলেন- /রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।*

কবিতা শব্দ দিয়ে যেমন লেখা হয়, তেমনি ভাবাক্রান্ত -ও হতে হয়। সেই ভাবাবেশ চোখে-মনে রূপ - রঙ-রস জাগায়। জীবনানন্দে 'কবিতার কথা' গ্রন্থ ও নামপ্রবন্ধ পাঠে আমরা অন্তত এইসব তথ্য পাই। যেখানে এক নতুন পৃথিবী, নতুন দীপের আলোজ্বলে ওঠে। সেই অন্তর্দর্শন ব্যক্ত হয় শব্দচিত্রে, বর্ণবিন্যাসে। কেন এই রং-এর ব্যবহার? রং ও রেখা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি-

> রেখা জিনিসটা সুনির্দিষ্ট, আর রং নির্দিষ্ট
> অনির্দিষ্ট সেতু। (ছবির অঙ্গ)

'জাপানযাত্রী' গ্রন্থে প্রকৃতির মধ্যে রং-এর উচ্ছ্বাস দেখে কবির মনে হয়েছে, /রং যে কতরকম হতে পারে তার সীমা নেই। রং-এর তান উঠেছে, তানের উপর তান।* অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, রং মনে ভাবও রস জাগায়। 'সুর কতকটা যে কাজ করে, রং কতকটা সেই কাজই করে।* তিনি এও মনে করেন, রং 'অরূপের কতকটা আভাস দিতে পারে।*

জীবনানন্দ ও সমর সেন দু-জনেই তাঁদের কবিতার নানা রং-এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তবু তাঁরা 'ধূসরতার কবি' এই অভিধা সহজে মুছে যাবার নয়। কেন এই দুর্বোধ্য অভিধা, তার কারণ অনুসন্ধানে প্রথমে আমরা দেখব তাঁদের কবিতার রং-এর কত বৈচিত্র্য। আর পরিণতিতে দেখব সব ধূসর হয়ে গেছে।

১. আকাশের রঙ ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল (শিকার)
২. কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয় (ঘাস)
৩. শাদা শাদা ছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি (আমাকে তুমি)
৪. রাঙা মেঘ - হলুদ হলুদ জ্যোৎস্না (শব)
৫. পেঁচার ধূসর ডানা সারারাত জোনাকির সাথে কথা কয় (রূপসী বাংলা)
৬. বিকেলের এই রঙ - রঙের শূন্যতা (অঘ্রাণ)
৭. আঙিনা ভরিয়ে আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে। (রূপসী বাংলা)

আপাতদৃষ্টিতে জীবনানন্দের কবিতা বর্ণময়; চিত্রময়। তবু ড. সুকুমার সেন মনে করে 'জীবনানন্দ দাশের কবিকল্পনার প্রধান রঙ ধূসরতা' - যা ব্যর্থতা, ক্লান্তি ও মৃত্যুর রং।

সমর সেনের কবিতার দিকে তাকানো যেতে পারে। সেখানেও আছে বর্ণবৈচিত্র্য।

১. আর তারার জ্বালে তীক্ষ্ণ নীল আগুনের শিখা (ইতিহাস)
২. পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ (ঘরে বাইরে)
৩. দু'ধারে গাছের সবুজ বন (নাগরিক)
৪. ইস্পাতের মতো ধূসর আকাশ (একটি প্রেমের কবিতা)
৫. হলুদ রঙের চাঁদ রক্তে ম্লান হল (বিস্মৃতি)
৬. আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ (প্রেম)
৭. গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ (মহুয়ার দেশ)

তবু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সমর সেনের 'নানা কথা' কাব্যের আলোচনায় বলেন, এলিঅটের Waste Land এর প্রভাবে বাংলা কবিতায় এসেছে 'ফণিমনসার প্রতীক' এবং /রঙের মধ্যে 'হল্‌দে' এবং স্থানের মধ্যে 'বালুচরের' ছড়াছড়ি।*

কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য - রং -এর তাৎপর্য ও অর্থ সকলেই মেনেছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'শ্যামো' ভরতি' শৃঙ্গার ইত্যাদি শ্লোকে জানা যায়

শ্যামবর্ণ ঞ্চশৃঙ্গার
শ্বেত ঞ্চ হাসি
রক্ত ঞ্চক্রোধ
গৌর ঞ্চবীরত্ব
কালো ঞ্চভয়ানক
নীল ঞ্চবীভৎস

রেড ইণ্ডিয়ানরাও মনে করে

কালো ঞ্চশোক
ধূসর ঞ্চমৃত্যু
পীতনীল ও রক্ত ঞ্চশক্তি, ঐশ্বর্য
সবুজ ঞ্চযৌবন
সাদা ঞ্চশান্ত, সুন্দর, পবিত্র

পাশ্চাত্যে রং-এর তাৎপর্য এইরকম-

Red = Passionate and exciting
Yellow = Serene and Gay
Blue = Depressing and sad
White = Morning
Black = Worry

জাপানি চিত্রশিল্পে, তৈনিক দর্শনে নারী ও পুরুষের প্রতীক পাওয়া যায় আলো - অন্ধকারে বা সাদায় - কালোয়।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর An Introduction To Tantric Buddhism গ্রন্থে তন্ত্রমতে রং- এর ব্যাখ্যার সারণি দিয়েছেন, যা থেকে আমরা জানতে পারি-

Colour	Element	Location	kula
White	Vyoma (Sound)	Head	Moha
Blue	Marut (Touch)	Heart	Dvesa
Yellow	Tejas (Vision)	Navel	Cintamani
Red	Water (Taste)	Mouth	Raga
Green	Earth (Smell)	Legs	Samaya

একজন কবির কাছে জগৎ ও জীবন রূপরস-শব্দ গন্ধময় - পঞ্চেন্দ্রিয়ের আরতিতে ধন্য। তথাপি পরিবেশ, পরিমণ্ডল এমন-ই হয়, যেখানে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। 'মানুষকে স্থির হতে স্থিরতর হতে দেবে না সময়' - জীবনানন্দের এই অভিজ্ঞতা সত্য। সমর সেন দেখেন /আমরা ক্রমশ ডুবি স্ফটিক সলিলে।* আর /তিলে তিলে পৃথিবী মরে।* তারপর

অনুর্বর বালুর উপরে
কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান।

সুতরাং এলিঅটের প্রুফকের মতো অকালবার্ধক্যে বলতে হয় মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই 'জিভেস্বাদ নেই' এবং 'নিজেকে কতদিনেরজীর্ণ বৃদ্ধ লাগে।' সেখানে জীবনানন্দ জানান, যক্ষ্মার রোগীর মতন মানুষের মন ধুঁকে মরে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে একদল পায়; অন্য দলের ফুটপাতই আকাশ। লঙরখানার অন্ন খেয়ে তারা নর্মদায় বাঁচে ও মরে যায়। নগরীর মহৎ রাত্রি হয়ে ওঠে লিবিয়া জঙ্গল। যেখানে মানুষ জন্তুরা /বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।*

এই উপলব্ধিই দুই-কবিকে বর্ণময়তা থেকে নিয়ে যায় বর্ণহীনতায় - ধূসরতায়। তাঁদের কবিতায় যত রং-এর উল্লেখ আছে, তার বেশি আছে ধূসরতা। জীবনানন্দের অমনস্ক পাঠকও দেখবেন তাঁর কবিতায় কত ধূসর রং ও শব্দের ছাড়াছাড়ি।

১. ধূসর কড়ির মতো হাতগুলি
২. বিম্বিসার আশোকের ধূসর জগতে
৩. জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ
৪. বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি
৫. নেউল-ধূসর নদী
৬. ধূসর বাতাস খেয়ে
৭. ধূসর - শাড়ির ক্ষীণ স্বর
৮. আতায় ধূসর ক্ষীর

এবার সমর সেনের কবিতা পড়া যাক।

১. ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি
২. রাত্রে, ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে
৩. তোমার ধূসর জীবন হতে এস
৪. পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি
৫. আকাশ হল ধূসর গম্ভীর
৬. ধূসর দিগন্তে জাগে কালো পাহাড়
৭. দিগন্তে ধূসর মাঠে গতপত্র বট
৮. ধূসর মাঠের পাশে ধুমায়িত নদীর রেখা

চিত্রকলায় রং-এর বহুত্ব একাকার হতেই পারে। কবির ক্ষেত্রে রং-এর মিশে যায় শব্দে, ধ্বনিতে। '২সমর সেনের কবিতায় অঙের ব্যবহার'' প্রবন্ধে বেগম আক্তার কামাল যা বলেন, তা' প্রণিধানযোগ্য।

১. মধ্যবিত্তের দূষিত রক্ত আর ক্লান্তি সময়চেতনাসূচক, পশ্চিমের আকাশ বস্তুজগতের স্থানিক তাৎপর্য ভেদ করে হয়ে ওঠে রক্তের উপমান, বর্তমানের হাহাকার ও প্রতিবাদীচিত্ত ধূসর সমুদ্র-আকাশের ক্ষোভ-বেদনার বিস্তৃত রূপের দ্বার উপমিত হয়।
২. প্রকাশবাদী (expressionist) শিল্পীর মতই তিনি বর্ণ ব্যবহার করেন পরিপূরক অনুপূরক-র-এর তীব্র বিরোধ-সংঘাতে বস্তুর রূপাকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্যে; বস্তুর অন্তর্সত্তার উন্মোচনস্পৃহা অভ্যন্তরের ক্রোধ-ক্লান্তি -বেদনার নিষ্পিষ্ট রূপ অঙ্কনে কালোর সহাবস্থানে প্রয়োগ করে ধূসর সবুজের সংঘাতে লাল, নীলের বিরোধে গেরুয়া, হলুদের বিপরীতে বেগুনি।
৩. বহু বর্ণনুষঙ্গের কবি সীমাবদ্ধ হয়ে যান ত্রিবর্ণে মূলত দুটিতে - অন্ধকার ও রক্তিমতার, সঙ্গে প্রতীক হিসেবে যুক্ত থাকে নীলের হিমবেদনা।
(সাহিত্য পত্রিকা /ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/ ৩৮ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০১)

যাঁরা শিল্পী ও বর্ণ বিশারদ তাঁরা বলেন, মূল রং তিনটি) লাল, হলুদ, নীল। মিশ্ররংও তিনটি - কমলা, সবুজ, বেগুনি (নন্দলাল বসু)। এখন নানা রং মিশে তার শেষরূপ যা দাঁড়ায়, তা ধূসরবর্ণ।

সবুজ + নীলচে বেগুনি = ধূসর
হলুদ + বেগুনি নীল = ধূসর
লাল + নীল = ধূসর
কমলা + সবুজ = ধূসর [দ্র. সৌভিক জানার প্রবন্ধ 'বর্ণপ্রবণ জীবনানন্দ''' যুবমানস, জুলাই ১৯৯৯]

সুতরাং জীবনানন্দর কবিতায় আমরা নানা বর্ণের উদ্ভাসন দেখি ঠিকই, কিন্তু কবি শেষপর্যন্ত যে অনুভবে পৌঁছান, তা /মৃত্যুর আগে'' কবিতার সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায়-

জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে, যে দেয়ালের, মতো এসে জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল -সোনা ছিল যাহা নিরুত্তরশান্তি পায়;

অর্থাৎ রাঙা রং বা সোনারং - সবের পরিণতি ধূসরতায়। জীবনানন্দ দাশ ও সমর সেন দুটি ভিন্ন দশকে জন্ম নিলেও স্বাভিজ্ঞতায়, স্বানুভবে 'জীবনের রঙ' যা দেখেছেন, তাতে তাঁদের কবিতা ধূসর মুখ নিয়ে আমাদের ঈষৎ বিষণ্ণ এবং প্রশ্নাতুর করে তোলে।।